৪৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 20 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

বেসরকারী উদ্যোগে প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের নীতিমালা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বেসরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, চালু ও রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সরকারী নীতিমালা সম্পর্কিত খবর মঙ্গলবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে। আজ এ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রকাশ করা হলো।

বিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক শর্ত ও নীতিমালা নিচে দেয়া হলো ঃ

(ক) প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার লক্ষ্যে দুই কিলোমিটারের মধ্যে অন্য কোন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকলে এমন স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাবে। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা বা প্রাকৃতিক বাধার কারণে দুই কিঃ মিঃ নীতি শিথিলযোগ্য। দুই কিলোমিটারের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৫০-এর অধিক হলে এ শর্ত শিথিলযোগ্য;

(খ) বিদ্যালয়ের উপযুক্ত ম্যানেজিং কমিটি বা অর্গানাইজিং কমিটি থাকতে হবে;

(গ) বিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞান শিক্ষকসহ অন্তত চারজন শিক্ষক থাকতে হবে। তবে এঁদের মধ্যে অন্তত দুইজন শিক্ষিকা হবেন। প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকের জন্য অনুসৃত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

(ঘ) বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী থাকতে হবে। তবে হাওর-বাঁওড় এলাকা, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলার জন্য এ শর্ত শিথিল করা যেতে পারে;

(ঙ) বিদ্যালয়ের নিজস্ব ঘর (দৈর্ঘ্য ৭০ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট) থাকতে হবে। আসবাবপত্র ও কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ জমি থাকতে হবে।

বিদ্যালয় চালু ও রেজিস্ট্রেশন প্রদানের নীতিমালা

(ক) বিদ্যালয় স্থাপন করার পূর্বে উদ্যোক্তাগণ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রাথমিক শর্ত ও নীতিমালার শর্তাদি পূরণের নিশ্চয়তা প্রদানপূর্বক বিদ্যালয় স্থাপন ও চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পরিচালকের (প্রাথমিক শিক্ষা) নিকট আবেদন করবেন;

(খ) আবেদন প্রাপ্তির তিন মাস সময়ের মধ্যে বিভাগীয় উপ-পরিচালক বিদ্যালয় চালু করার প্রাথমিক অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক তা উদ্যোক্তাগণকে অবহিত করবেন। এ অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিদ্যালয় স্থাপন এবং চালু করা যাবে না;

(গ) এ প্রাথমিক অনুমতিকে কোন ক্রমেই রেজিস্ট্রেশন বলে গণ্য করা যাবে না;

(ঘ) চালুকৃত বিদ্যালয় এক বছর যাবত কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ শেষে উদ্যোক্তাগণ বিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রেশন প্রদানের আবেদন পেশ করতে পারেন;

(ঙ) রেজিস্ট্রেশনের আবেদন পাওয়ার পর বিদ্যালয়কে প্রথমে তিন বছর মেয়াদের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রদান করবেন। তবে শর্ত থাকবে যে, অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রদান করলেই আর্থিক অনুদান বা বেতনের সরকারী অংশ প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না। অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রদানের চার বছরের মধ্যে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরকে পেশাগত প্রশিক্ষণ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

(চ) অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রদান করার পর পরবর্তীতে তিন বছর মেয়াদী দু'বার নবায়ন করা হলে তা স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন বলে গণ্য করা হবে; অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করার সময় বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর সমাপণী ও বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর ভর্তির হার, উপস্থিতি, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণী চক্রের হার ইত্যাদি বিবেচনা করে নবায়ন করা হবে।

(ছ) স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পরবর্তীকালে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন প্রযোজ্য শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে রেজিস্ট্রেশন প্রত্যাহার করা হবে।